R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস. কে, ব্রাস
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৩রা সেপটেম্বর ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

ধুলিয়ান আবার বিপন্ন, দ্বিতীয় দফায় বন্যার আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩ সেপটেম্বর—ঘায়ের দাগ শুকাতে না শুকাতে আবার ঘা। অর্থাৎ ফের বন্যা। সোমবার থেকে গঙ্গার জল বাড়তে থাকায় ধুলিয়ান শহর আবার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। গতকাল পর্যন্ত খবরে জানা গেছে, বন্যার জল লালপুর, জৈন কলোনীসহ ধুলিয়ান পুরসভার বহু নীচু জায়গায় ঢুকে পড়েছে। আজ হয়তো আগের অবস্থায় এসে গেছে। অর্থাৎ ধুলিয়ান শহর জলমগ্ন হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর এলাকাতেও দ্বিতীয় দফায় বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। জল যেভাবে বাড়ছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই মহকুমার সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে। সরকারী সূত্রের খবর, আজ বুধবার পর্যন্ত জল বাড়বে। আকাশবাণীর খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফরাক্কায় গঙ্গার জলের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। জানা গেছে, সাম্প্রতিক বন্যায় যাঁরা সরকারী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় দফায় বন্যার গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখছেন। সরকারীভাবে সাম্প্রতিক বন্যায় কোন মৃত্যুসংবাদ স্বীকৃত না হলেও বেসরকারী সূত্রে জানা গেছে, গত মাসের বন্যায় মহকুমার আটজনের জীবনহানি ঘটেছে। সামসেরগঞ্জের পারলালপুরে চারজন, ধুলিয়ান শহরে দু'জন, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে একজন এবং ফরাক্কার দেওনাপুরে একজন মারা গেছেন। বন্যাপীড়িত এলাকায় ৭১টি ত্রাণশিবির থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসক দল দফায় দফায় বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন। কলকাতা থেকে একটি চিকিৎসক দল সোমবার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাব জজ কোরট সাময়িকভাবে বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ সেপটেম্বর—বহরমপুর জজ কোরটের এক শ্রেণীর আইনজীবীর বাগড়াদানের ফলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর সাব জজ কোরট সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পয়লা আগষ্ট জঙ্গিপুরে এই কোরটের উদ্বোধন করা হয়। সাব জজ নিযুক্ত হন এস ডি জে এম সুনির্মল প্রতিহার। ২২ আগষ্ট নতুন এস ডি জে এম এর পদে যোগদান করেন শুভেন্দু গোস্বামী। জেলা জজ আপীলের ২০০ মামলা বহরমপুর থেকে জঙ্গিপুর সাব জজ কোরটে স্থানান্তরের আদেশ দেন। কিন্তু বহরমপুরের এক শ্রেণীর আইনজীবী তাঁদের ব্যবসায়ে ক্ষতির আশঙ্কায় বাগড়া দেন। তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ওই ২০০ মামলার রেকর্ড জঙ্গিপুরে না পাঠাবার জন্য হাই কোরটে আবেদন করেন। তার ফলে বাধ্য হয়ে হাই কোরট আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত জঙ্গিপুর সাব জজ কোরট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। এদিকে জঙ্গিপুর ল-ইয়ারস্ বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চারজন আইনজীবীর এক প্রতিনিধি দল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাসপাতালের সমস্যা ঃ নাগরিক কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে দীর্ঘদিনের জঞ্জাল পরিষ্কার, একস্-রে মেশিন, আরো ডাক্তার, ঔষধপত্র, এ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ, ব্লাড ব্যাঙ্ক বিভাগ, শিশু বিভাগ, রেডিওলজিষ্ট, প্যাথোলজিষ্ট, এ্যানথোলজিষ্ট বিভাগের ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা, হাসপাতাল থেকে দালাল-দের অপসারণ ইত্যাদির দাবি বহুদিনের। গত সোমবার নাগরিক কমিটির তরফ থেকে উপরোক্ত দাবিসম্বলিত একটি স্মারকলিপি এস ডি এম ওর কাছে পেশ করা হয়। তিনি প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে জানান, গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-গুলির আশু সমাধান করার চেষ্টা তিনি করবেন। তিনি প্রতিনিধিদের সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন, হাসপাতালের উন্নয়নের প্রতি তাঁর নজর আছে। তবে কয়েকটি সমস্যাও আছে। প্রতিদিন প্রায় দুইশত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সত্য চন্দ্র পরলোকে

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক এবং সি পি এম এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সত্যনারায়ণ চন্দ্র দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ আগষ্ট কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ৩০ আগষ্ট বহরমপুরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ১ সেপটেম্বর রঘুনাথগঞ্জে সি পি এম এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির নেতৃত্বে শোকমিছিল শহর পরিক্রমা করে।

সত্যনারায়ণ চন্দ্র ১৯৫৭ সালে পার্টির সদস্য এবং ১৯৬৮ সালে রাজ্য কমিটিতে নির্বাচিত হন। ভারত রক্ষা আইনে তিনি দু'বার গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং দু'বছর দণ্ড ভোগ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় পার্টি সংগঠনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জেলার বামপন্থী আন্দোলনে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত।

বাসের ছাদ ফুটো

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরবঙ্গ ও দুর্গা-পুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণের যে সমস্ত বাস উমরপুর ও রঘুনাথগঞ্জ হয়ে যাতায়াত করে তাদের কোন কোনটির ছাদ ফুটো, জানালা ভাঙা। মাঝপথে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে অসহায়ভাবে ভেজা ছাড়া যাত্রীদের গত্যন্তর থাকে না। জলের ঝাপটায় আসন ছেড়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সেই দুটি গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারও রঘুনাথ-গঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির খেজুরতলা ও মাঠপাড়ার গ্রামবাসীরা নিজেদের পরিশ্রমে গ্রামের চারধারে বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করেছেন। তাঁদের ওই প্রশংসনীয় উদ্যম জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক দেখে এসেছেন। ১৯৭৮ সালেও গ্রামবাসীরা একইভাবে বন্যা প্রতিরোধ করেছিলেন। পুরুষ এবং মহিলারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনশ্চ আথুয়া

সাগরদীঘি, ৩ সেপটেম্বর—আবার আথুয়া ঘাটের ইজারাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। এবারের অভিযোগও ভুক্তভোগী যাত্রীদের। এর আগে ঘাটের ইজারাদারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন সাগরদীঘি থানার আথুয়া ঘাটে নৌকোর পরিবর্তে তালগাছের ডোঙা করে বিপজ্জনকভাবে নাবালক দিয়ে যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে। ডোঙা প্রায়ই ডুবে যায় বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও এখনও পারাপারের দরুণ জুলুম করে বেশী পারানি আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

চাকরির বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা পণ্ডিত ষ্টেশনারসে পাবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

আছে সে ভাগ্যে লিখা

এই এক আগুন, দেখা যায় না, অথচ তাহার ভীষণ দাহজ্বালা সকলেই মর্মে মর্মে টের পাইতেছেন। প্রতি বৎসরই এই অগ্নিজ্বালার একটা বিশেষ সময় থাকে; সে সময়টা সার্বজনীন উৎসবের প্রস্তুতির দুই এক মাস। কিন্তু এই বৎসর সে দাহের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কেন না ইহা সময়ের ধার না ধরিয়া দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া ক্ষ্যাপা হাতীর মত দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে তছনছ করিতেছে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিগত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন দলকে জয়মাল্য দেওয়ার অন্যতম কারণ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের বহুবিধ ব্যর্থতায় হতাশ মানুষের আশা ছিল, দুর্দশার অবসান হইবে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য না কমিয়া তাহা তেজী ঘোড়ার ন্যায় এমনই ছুটিয়া চলিয়াছে যে, ব্যবসায়ীগোষ্ঠির 'জকি'-পনার তারীফ করিতে হয়। আজ ধনীর বিলাসদ্রব্যের চেয়ে সর্বস্তরের মানুষের প্রাত্যহিক অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য চরমে উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে উৎপাদন-শুল্ক কমাইয়া দিয়া উৎপাদকদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পণ্যের মূল্যস্তরে তাহার কোন প্রভাব পড়ে নাই।

মূল্যবৃদ্ধির এই 'এপিডেমিক', ধনিক-কুলকে চিন্তান্বিত করিতেছে না। তাঁহারা বহাল তবিয়তেই আছেন। কিন্তু দেশের কয়জন সম্পন্ন ব্যক্তি? কয়জন রূপার চামচা মুখে জন্মিয়াছেন? দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। তাঁহারা আজ যে অসহনীয় অবস্থায় উপনীত, সে কথা কে ভাবে? আহার্য সংস্থান, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, সন্তানদের শিক্ষা নির্বাহে নাজেহাল অবস্থা।

অর্থনীতি দেশের শাসনযন্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ। সে অর্থনীতির সিংহ-ভাগ দায়িত্ব দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর থাকে। সরকারেরও অবশ্য বিশিষ্ট ভূমিকা তাহাতে থাকে। সরকার পক্ষ ও ব্যবসায়ীপক্ষের যৌথ দায়িত্বের সুনির্বাহে দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু এই দেশে ইহারই ব্যত্যয়। দেশের শিল্পপতি তথা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও অধিকারকে এমনই যথেচ্ছা চালাইতেছেন, এমনই মৌরসীপাট্টা পাইয়া বসিয়া আছেন যে, তাঁহারা সরকারী নির্দেশকে গ্রাহ্য করেন না বরঞ্চ মুনাফা লুটিয়া লওয়ার ক্রমিক সুযোগের সৃষ্টি করিতেছেন।

জিনিসপত্রের ঊর্দ্ধগতি-মূল্যরোধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সরকার পক্ষ হইতে উৎপাদন শুল্ক কমান ছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নূতন সুযোগ-সুবিধাকে ঠিকমত কাজে লাগাইবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা তাহার পরোয়া করেন না। একদা এই ভারতে বিদেশী শাসক ছিল শোষক। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দেশের সমৃদ্ধির অন্যতম শরিক স্বদেশী ব্যবসায়ীকুল আজ শোষক। কোন হুমকীকে তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। বিবেক তাঁহাদের কাছে এক অবাস্তব ভাবাবেগের বস্তু যাহার মূল্যবোধ তাঁহাদের কাছে কিছুমাত্র নাই। সুতরাং এই আগুনের জ্বালা না সহিয়া উপায় কি? একজন মুনাফাবাজও পথের ধারে ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলে নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নাবালিকা ধর্ষণ প্রসঙ্গে

১৬ জুলাই ১৯৮০ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'নাবালিকা ধর্ষণ' শিরোণামা দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাংবাদিক যদি প্রকৃত তথ্য সংবাদে প্রকাশ করেন, তবে সমাজ তথা দেশের কল্যাণ হয়; আর যদি ভুল তথ্য প্রকাশ করেন তবে সমাজ তথা দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই ক্ষেত্রে তাই হ'য়েছে। আজ মেয়েটি নাবালিকা, সে একদিন সাবালিকা হবে এবং তার বিয়ে দিতে হ'বে। সাংবাদিক একটি নিতান্ত নাবালিকা মেয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করেছেন। জানি না এতে সাংবাদিকের কি লাভ হয়েছে। ঐ সংবাদে মেয়ের বাবাকে কান্তনগর স্কুলের শিক্ষক বলা হয়েছে এবং ট্রেন ফেল করেছিল বলা হ'য়েছে। আমি মেয়ের বাবা। আমি কান্তনগর স্কুলের শিক্ষক নই এবং ট্রেন ফেলও করিনি। আমি উজ্জ্বলনগর প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রাত্রের ট্রেনে আমরা সাগরদীঘি ষ্টেশনে নেমেছিলাম। দুষ্কৃতকারীরা আমার মেয়ের সোনার গহনা ছিনতাই করতে অথবা উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল। সাংবাদিক পুলিশ সূত্রের খবর বলে যে সংবাদ প্রকাশ করেছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুলিশ এই রকম মিথ্যা খবর কি করে দিলেন? আমি তো ও রকম কথা থানায় বা অন্য কোথাও বলিনি। ওৎ পেতে থেকে দুষ্কৃতকারীকে ধরেছিলাম, তাই কি আমার এই পুরস্কার?

—অমরেন্দ্রকুমার রায়, উজ্জ্বলনগর (সাগরদীঘি)।

সংবাদদাতার বক্তব্যঃ ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নিরূপণ করে সংবাদ প্রকাশ কোন সাংবাদিক তথা সংবাদপত্রের ধর্ম নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যদি পুলিশ কেস সাজিয়ে থাকে তার জন্যও আমরা দায়ী নই। পুলিশ সূত্রের সমস্ত সংবাদের দায়-দায়িত্ব পুলিশেরই, আমাদের নয়।

পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন চাই

এতদিন পরে হলেও রবীন্দ্রভবন যে তৈরী হতে যাচ্ছে এটাই আমাদের কাছে সুসংবাদ। আমাদের এত বড় মহকুমায় কোন রবীন্দ্রভবন বা সংস্কৃতি চর্চার কোন প্রেক্ষাগৃহ নেই, এটা আমাদেরই লজ্জা। অবশেষে আমরা এই শূন্যতা থেকে মুক্তি পাব কিনা তা নির্ভর করছে বর্তমান রবীন্দ্রভবন পরিচালন সমিতির দূরদৃষ্টির এবং 'আমরা এই শহরবাসীরা কত তীব্রভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন পেতে চাই'—তার উপর।

আমরা জানি, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে-গঞ্জে সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে আগ্রহী। সেই সুবাদেই এখানে রবীন্দ্রভবন নির্মাণকল্পে কিছু টাকা সরকারী সাহায্য হিসাবে এসেছে বলে জানি। এখন রবীন্দ্রভবন পরিচালন সমিতি যদি একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে একদিকে এই টাকাটা ঠিকমত কাজে লাগান, অন্যদিকে সরকারের কাছে আরও অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে যান (কারণ প্রাপ্ত টাকা পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়) তবে বোধ হয় কোন দূর ভবিষ্যতেও আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন পেতে পারি। মোট কথা আমরা পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবনের আশা এখনও ছাড়িনি, ছাড়ছিও না। সেই কারণে বর্তমান পরিচালন সমিতিকে অনুরোধ, তাঁরা যেন একটি আধুনিক পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবনের পরিকল্পনা নিয়ে রাখেন। এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত টাকাটা খরচ করেন ও পরে যেমন যেমন অর্থ যোগাড় হবে সেইমত ধাপে ধাপে কাজে এগিয়ে যান। নচেৎ বর্তমানের পরিকল্পনাহীন নির্মাণকল্প ভবিষ্যতে উন্নয়নকল্পে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

এই প্রসঙ্গে কয়েক মাস আগে বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মাননীয় মহকুমা শাসকের কাছে (যিনি রবীন্দ্রভবন পরিচালন সমিতির সভাপতিও) কিছু প্রস্তাবসহ একটি পত্র দেওয়া হয়। যেমন প্রস্তাবে ছিল যে সর্বপ্রথমেই একজন অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়রের সাহায্যে (যাঁর এই ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে) রবীন্দ্রভবন সংস্থার জমির মাপ অনুযায়ী একটি আধুনিক মঞ্চভিত্তিক প্রেক্ষাগৃহের পরিকল্পনা তৈরী করা। পরে সেই পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমান মঞ্চটির (মঞ্চ না বলে বেদী বলাই ভাল) সংস্কার, দুটি গ্রীণরুম, দুটি শৌচাগার শিল্পীদের জন্য এবং বৈদ্যুতিকীকরণ সর্বাগ্রে দরকার। তারপরে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ। এই কাজটির আবার অনেক ভাগ আছে। প্রথমে একটি দ্বিতল অথবা ত্রিতল প্রেক্ষাগৃহের জন্য সুদৃঢ় ভিত তৈরী করা এবং শিলিং বা ছাদ তৈরী করা। পরে দর্শকের জন্য শৌচাগার, জলের ব্যবস্থা, বসবার আসন, রবীন্দ্র লাইব্রেরীর টিকিট ঘর প্রভৃতি অন্যান্য কাজ করা যেতে পারে। যতটুকু কাজ হবে ততটুকুকে রক্ষা করা হবে তারপরের কাজ। এখনই রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' দিয়ে লাভ নেই। এই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেকখানি হলেও পরে চিন্তা করার অবকাশ আছে।

এই নির্মাণকল্পের সাথে সাথে একদিকে যেমন সমিতিকে সরকারী সাহায্য এবং বেসরকারী উদ্যোগ থেকে আরও অর্থ যোগাড়ের দিকে মন দিতে হবে অন্যদিকে আমাদের, এই শহরবাসীদের, অর্থ সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন তৈরী হলে তার প্রধান সুবিধাটুকু আমরা শহরবাসীরাই ভোগ করব। সুতরাং আমাদের পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলেই আমরা সরকারের কাছে আরও অর্থ সাহায্যের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রভবন চাই

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দাবি করতে পারব আশা করি পরিচালন সমিতি শীঘ্রই সুচিন্তিত পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভ করে শহর-বাসীর মনের আশাকে উজ্জ্বল করবেন। —তমাল দাশ, সম্পাদক, বলাকা নাট্য গোষ্ঠী।

শিক্ষকরা নিয়মিত আসেন

২৩ জুলাই তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'পালা করে শিক্ষকতা' শিরোনামায় ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনিয়মিত স্কুলে আসা সম্পর্কে যে বিবৃতি বেরিয়েছে তার প্রতিবাদ করে আমি জানাচ্ছি যে উক্ত বিবৃতি সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন এবং ঈর্ষা-প্রণোদিত। উক্ত গ্রামে দুই টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জোর লড়াই চলছে, শিক্ষকরা এখনও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কিন্তু এক পক্ষ চাইছেন জোর করে শিক্ষকদের দলীয় গ্রাম্য রাজনীতিতে জড়াতে। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়রা রাজী না থাকায় এবং নিরপেক্ষ থাকায় উক্ত বিবৃতি ছাপানো হয়েছে। শিক্ষক মহাশয়রা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন এবং স্কুল পরিচালনায় কোন ত্রুটি নাই। —বিষ্ণুপদ মার্জিত, সম্পাদক, ১২ নং ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাগরদীঘি চক্র।

স্বরূপানন্দ আশ্রম

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাখী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে স্বরূপানন্দ আশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মাননীয় জজ সুনির্মল প্রতিহার। আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা স্বরূপানন্দ স্বয়ং। তাঁর নামানুসারে আশ্রমের নামকরণ করা হয়েছে।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

রঘুনাথগঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর—আজ স্থানীয় অগ্নিফৌজ ক্লাবের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত পাঁচ মাইল রাস্তা-দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সনাতন দাস, রূপম দাস ও অশোক দাস। সন্ধ্যায় বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম মন্দির কর্তৃক জিমন্যাসটিকস্ প্রদর্শিত হয়।

শিক্ষকরা বেতন পাননি

সাগরদীঘি, ২৭ আগষ্ট—এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ শিক্ষক আগষ্ট মাসের বেতন এখনও পাননি। ঈদুলফেতর উৎসবে অনেক শিক্ষক বেতন অভাবে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে।

STAFF SELECTION COMMISSION/KARAMCHARI CHAYAN AYOG

NOTICE

SENIOR OBSERVERS EXAMINATIONS, 1980

No. 3/5/80-Cdn. I—Staff Selection Commission will hold on 7th December, 1980 at centres mentioned in the Table in para 6 below, competitive examinations for recruitment to vacancies in the posts of Senior Observer in the various Meteorological Centres of the India Meteorological Department. The pay scale of the posts is Rs. 330-560.

2. **Reservation of vacancies :** Reservation for SC/ST candidates, Ex-servicemen and Physically handicapped persons (belonging to Deaf and Orthopaedically handicapped categories only) shall be made according to orders in force.

3. **Age Limits :** 20 to 25 years as on 1st August, 1980 (i.e., should be born not earlier than 2.8.1955 and not later than 1.8.1960).
Upper age limit relexable, in accordance with the Government orders, for certain categories of persons such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically handicapped persons, Ex-servicemen, Repatriates from some countries, widows, divorced and judicially separated women. Upper age limit also relaxable for educationally qualified departmental employees who fulfil the conditions laid down in the OM No. 4/4/74-Estt (D) dated 20.7.1976 of the Department of Personnel and AR.

4. **Educational Qualifications :** B.Sc. of a recognised university with Physics as one of the subjects. Candidates who have yet to appear at the degree examination or whose result has been withheld or not declared on or before 30th September, 1980 are NOT eligible.

5. **Fee :** Rs. 28/- (Rs. 7/- for SCs and STs). No fee for Ex-servicemen. Fee must be paid through Indian Postal Orders crossed "A/C Payee only" or by Bank Draft drawn on State Bank of India only, in favour of Staff Selection Commission and payable as indicated in Table under para 6 below.

6. **Selection of Centre and address to which application should be sent :** A candidate must select only one of the centres mentioned in the Table below. No change in centre shall ordinarily be allowed. A candidate must submit his application only to the address of the Commission's office concerned with the centre selected by him. In selecting a centre, the candidate should note that he will be eligible to be considered for initial appointment only in the Zone mentioned against the centre opted by him.

Centre of Examination	*Zone numbers and areas included in the Zone and approximate number of vacancies*
Simla, Jammu, Rajouri & Srinagar	1. Himachal Pradesh (8) 2. Jammu & Kashmir (8)
Delhi	3. Delhi (15)
Chandigarh & Patiala	4. Chandigarh, Haryana and Punjab (15)
Jaipur, Jodhpur & Udaipur	5. Rajasthan (15)

Candidates who opt for any of the above centres should apply to the Regional Director (NR), Staff Selection Commission, 2nd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003. Postal orders should be drawn in favour of "Lodi Road Post Office, New Delhi" and Bank drafts on "Parliament Street, New Delhi".

Dumka, Patna & Ranchi	6. Bihar	(8)
Ambikapur, Bhopal, Jabalpur, Jagdalpur & Raipur	7. Madhya Pradesh	(8)
Aligarh, Allahabad, Bareilly, Dehra Dun & Gorakhpur	8. Uttar Pradesh	(9)

Candidates who opt for any of the above centres should apply to the Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 8, Beli Road, Allahabad-211002. Postal orders should be drawn in favour of "Kutchery Post Office, Allahabad" and Bank drafts on "Local Head Office, Allahabad".

Centre of Examination	*Zone numbers and areas included in the Zone and approximate number of vacancies*
Port Blair, Baharampore (Murshidabad District), Calcutta, Midnapur & Siliguri	9. Andaman & Nicobar Islands and West Bengal (23)
Gangtok	10. Sikkim (2)
Berhampur (Ganjam District), Cuttack, Koraput and Sambalpur	11. Orissa (25)

Candidates who opt for any of the above centres should apply to the Regional Director (ER), Staff Selection Commission, Ground Floor, Old Assembly Building, 5, Esplanade Row West, Calcutta-700001. Postal orders should be drawn in favour of "G.P.O., Calcutta" and Bank drafts on "Calcutta".

Guntur, Hyderabad & Visakhapatnam	12. Andhra Pradesh	(23)
Bangalore, Dharwar, Gulbarga & Mysore	13. Karnataka	(23)
Calicut, Cochin, Trivandrum & Cannanore	14. Kerala and Lakshadweep	(23)
Madras, Madurai & Salem	15. Pondicherry and Tamil Nadu	(23)

Candidates who opt for any of the above centres should apply to the Regional Director (SR), Staff Selection Commission, 735, Anna Salai, Madras-600002. Postal orders should be drawn in favour of "Anna Road Head Post Office, Madras" and Bank drafts on "Local Head Office, Madras".

7. **Scheme of Examinations :** The subjects of the examinations, the maximum marks and the time allowed for each subject will be as given below :—

Paper	*Subject*	*Maximum Marks*		*Time allowed*
I	(a) English Language; and	50	100	1-1/2 hrs.
	(b) General Knowledge including Geography, etc.	50		
II	(a) Physics; and	100	200	2-1/2 hrs.
	(b) Mathematics	100		

Questions in both the papers will be of "Objective-Multiple Choice-type". The Commission have the discretion to fix qualifying marks separately for each Zone in any or both the papers of the examinations.

8. **Selection of candidates :** After the examinations, the Commission will draw up separate lists in respect of each of the 15 Zones mentioned in the Table in para 6 above, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, upto the number of vacancies required to be filled.
Relaxed standards may be adopted in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

9. **Submission of application and closing date :** Application should be submitted by post in the standardised printed application form available from Head/Main Post Offices *bearing the stamp of the Post Offices* on payment of 70 paise together with the prescribed fee and two copies of candidate's recent photograph (passport size), two self-addressed unstamped envelopes of 10 cm × 24 cm size and two slips indicating his name and full postal address, copies of certificates and other connected documents so as to reach the concerned office of the Commission mentioned in Table under para 6 above, according to the centre selected by the candidate. Candidates should note that they should fill only the relevant portions of the standardised application form and leave blank those columns which are not applicable. If, however, printed application form is *not* available, the candidate may send his application on plain paper (foolscap size) giving following information in tabular form together with fee, photographs, etc. Applications should be sent by Post *only* so as to reach the concerned office of the Commission latest by **30th September, 1980.** *Applications will not be received at the counters of the Commission's offices.* Applications received after the closing date or not accompanied by fee or photographs shall be rejected summarily. Fee once paid will not be refunded under any circumstances.

10. Candidates already in government service should apply only through proper channel.

11. Candidate should write immediately to the concerned office of the Commission quoting his Roll/Index number in case no Admission Certificate/communication has been received from the Commission three weeks before the date of the examination. Failure to do so will deprive the candidate of any claim to consideration.

STAFF SELECTION COMMISSION

Application Form

Name of Examination : Senior Observers Examinations, 1980.
Bank Drafts/Indian Postal Orders attached for Rs.

How many I.P.Os attached ?

IPO/BD numbers and value :

Passport size photograph duly signed on the front side by the applicant to be pasted here.

1. Name in full (in block capitals); 2. Sex; 3. Date of birth (in Christian era); 4. Highest academic qualifications; 5. Indicate the centre, out of the centres specified for these examinations, at which you wish to take the examination; 6. Do you belong to (a) a Scheduled Caste ? (b) a Scheduled Tribe ? (c) Are you an Ex-serviceman ? 7. Are you Physically handicapped ? 8. Are you a government employee ? if the answer is "Yes", then state whether employed under — (i) the Central Government, or (ii) the State Government, (iii) Name and address of the Government office where employed; 9. Academic qualifications (give in detail the examinations passed beginning with Matriculation, name of the Board/University, division or grade obtained in the examination, subjects taken in the examination and percentage of marks obtained in the examination); 10. (a) Mother Tongue, (b) Medium of instruction in school, (c) Medium of instruction in college, (d) Other languages known; 11. State your Religion; 12. Do you belong to rural or urban area? 13. Annual income of Father/Guardian (a) up to Rs. 3000/-, or (b) Rs. 3000/- to Rs. 10,000/- or (c) Rs. 10,000/- and above; 14. Profession/Occupation of Father/Guardian; 15. Name of Father/Guardian (Name of husband in case of lady candidates); 16. Highest academic qualification of Father/Guardian; 17. Postal address of candidate (two self-addressed unstamped envelopes and 2 address slips should be enclosed); 18. Permanent Home Address.

Declaration to be signed by the candidate

I hereby declare that—(a) I have carefully read the conditions of eligibility advertised and I satisfy these conditions for admission to the examination and all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. (b) Original documents/certificates will be produced on demand.

Signature of candidate.....
Place.....
Date.....

NOTE : This is an abridged version of the Commission's detailed Notice for these examinations which appears in the Employment News/Rozgar Samachar dated 23rd August, 1980.

davp 562 (55)/80

খাদ্য আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলি

বরুণ রায়

জঙ্গিপুরের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব লোকচক্ষের অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছিল। পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১০ই মার্চ খাদ্যের দাবীতে একটি বড় মিছিল এস ডি ওর কাছে আসবে এবং পরে শহর পরিক্রমা করে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এসে শেষ হবে। সেখানে রিলে প্রথায় অনশন শুরু করা হবে। এই প্রস্তুতিপর্বে সেদিন মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন বীরেন চৌধুরী, শচীন সেন, সুধীর মুখার্জী, দেবব্রত ঘোষাল, বীরেন ঘোষ, পরমেশ পাণ্ডে, নীলু ঘোষাল, কমল সাহা, জিতেন সাহা, অরুণ শুকুল, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ধর, ইকবালুল হক বিশ্বাস, তোরাব আলি প্রমুখ। জঙ্গিপুরের আকাশ-বাতাস আগ্রহে উত্তেজনায় তখন থরথর করে কাঁপছে। অবশেষে এসে পড়ল সেই আকাঙ্খিত ১০ই, মার্চ, ১৯৬৬। বেলা দশটায় একটার পর একটা মিছিল আসতে শুরু করল। বেলা ১১টায় সেই মিছিলের জনসমুদ্র এসে আছড়ে পড়ল এস-ডি ও কোর্টের পুলিশ ব্যারিকেডের উপর। যথা সময়ে অজ্ঞাতবাস থেকে আমিও নেমে এসেছি সেই মিছিলের মধ্যে। এস-ডি-ও এবং এস-ডি-পি-ওকে আমি বললাম যে ইচ্ছা করলে তাঁরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। কিন্তু সেই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে থেকে আমাকে তুলে নেওয়া পুলিশের সাধ্য ছিল না। আমরা এস ডি ওর হাতে আমাদের স্মারকলিপি তুলে দিলাম। আন্দোলনের কার্যক্রমও ঘোষণা করা হল। সেদিনের মিছিল এসে শেষ হল রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে। অনশন শিবিরে প্রথম দল অনশন শুরু করলেন। সে দলে ছিলেন সুধীর মুখার্জী, গঙ্গাধর সিংহ রায়, বীরেন চৌধুরী, শচীন সেন, বরুণ রায়, বাণী রায়, শচীনবাবুর স্ত্রী প্রমুখ। প্রতি দল ২৪ ঘণ্টা অনশন করবেন, তাঁদের অনশন শেষ হলে দ্বিতীয় দল অনশন শুরু করবেন। শুধু বরুণ রায় এবং সুধীর মুখার্জী ঘোষণা করলেন তাঁরা অনির্দিষ্টকাল অনশন চালাবেন।

ওদিকে বীরভূম থেকে চাল আসা ঠেকানোর জন্য যে কর্ডন বসানো হয়েছে তা ভাঙ্গার জন্য তোড়জোড় শুরু হল। ভলানটিয়ার সংগ্রহ আর প্রচার চলতে লাগল। জেলা সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আমাদের প্রচার চলতে লাগল যে এই কৃত্রিম কর্ডন-ব্যবস্থা অমান্য করতে হবে। এই প্রচারে এবং ব্যবস্থাপনায় মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন পরমেশ পাণ্ডে, নীলু ঘোষাল, অরুণ শুকুল ও আরও জানা অজানা বহু সাধারণ মানুষ।

এক দলের পর আর এক দল অনশন চালাতে থাকলেন। প্রতিদিন অনশন ভঙ্গের সময় বিকালে সদরঘাটের অনশন শিবিরে বিরাট জনসমাবেশ হতে থাকল। চতুর্থ দিন জনসাধারণের অনুরোধে বরুণ রায় ও সুধীর মুখার্জী অনশন ভঙ্গ করলেন। জঙ্গিপুরের অগণিত মানুষ অনশনকারীদের ডাকে বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁরা কর্ডন ভাঙ্গার আন্দোলনে সামিল হবেন। ১৪ই আগষ্ট পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দিল।

(চলবে)

সুকান্ত জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা: সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৪ আগষ্ট জঙ্গিপুর এস ডি ও রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলীদের নিয়ে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুকান্তের জীবনী আলোচনা, গান ও কবিতা আবৃত্তি এবং নাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের পার্শ্বে আমবাগান কলোনী উত্তরপাড়ার ভদ্রপল্লীতে পাঁচ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন। শ্রীবৈদ্যনাথ প্রামাণিক, এস ডি ও রোডস্ অফিস আদালত কোর্ট সন্নিকট অথবা জঙ্গিপুর সাহেব বাজার পি ডবলু ডি কোয়ার্টার

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

জঙ্গিপুর কলেজে আংশিক সময়ে অস্থায়ী অধ্যাপক পদে, একটি অর্থনীতি এবং একটি বাণিজ্য বিষয়ে, মাসিক ১০০ (একশত) টাকা ভাতায় কলেজে পড়াইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে সকল মার্কসিটের প্রত্যায়িত নকলসহ আবেদনপত্র এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে আহ্বান করা যাইতেছে। আবেদনের ঠিকানা—অধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর কলেজ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ৩০ আগষ্ট—গতকাল সকালে আহিরণের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে অজগরপাড়ার এক মহিলা শিশুকন্যা-সমেত লরি চাপা পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শিশুকন্যাটি রেহাই পায়।

গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জের তালাই এর কাছে অনুরূপভাবে লরি চাপা পড়ে এক মায়ের প্রাণ হারায়। কোলের শিশুসন্তানটি আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়। লরিটিকে নলহাটীতে আটক করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

১৬ই ভাদ্র—৩১শে ভাদ্র '৮৭

ধান ঃ আগে বোয়া অধিক ফলনশীল ও দেশী উন্নতজাত শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনে দেওয়া সময় ও সারের মাত্রা অনুযায়ী চাপান সার দিন। মাজরা বা শ্যামা পোকার উপদ্রব বেশী হ'লে একর প্রতি ৫ কেজি ফোরেট ১০ জি (থাইমেট ১০ জি বা ফোরেট ১০ জি) বা ৭ কেজি কার্বোফুরান ৩ জি (ফিউরাডান ৩ জি,) বা ৮ কেজি সাইট্রোলান ৫ জি বা ৮ কেজি কুইনালফস ৫ জি (একালাক্স ৫ জি) বা ১২ কেজি এণ্ডোসালফান ৪ জি (থায়োডান ৪ জি) প্রভৃতি দানাদার ওষুধ ছড়ান এবং তে ৫-৭ দিন ১ ২" জল ধরে রাখুন। ধানে থোড় আসার পর ওষুধ দেওয়ার দরকার হ'লে দানাদার ওষুধের পরিবর্তে তরল ওষুধ যেমন প্রতি লিটার জলে ½ মি. লি. ফসফোমিডন (ডিমেক্রন ১০০%) বা ১ মি. লি. মিথাইল প্যারাথিয়ন (মেটাসিড ৫০%) বা ১½ মি. লি. কুইনালফস (একালাক্স ২৫%) বা ২ মি. লি. এণ্ডোসালফান (থায়োডান ৩৫%) বা ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি. ৫০% (জলে গোলা) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ডাল ঃ মুগের রোগ ও পোকা দমনের জন্য গত পক্ষের মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ ছিটান।

তিল ঃ এ পক্ষেও তিল বুনতে পারেন। শ্রাবণে বোনা তিলের ক্ষেতে বীজ বোনার ১ মাস পরে একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

সূর্যমুখী ঃ এ পক্ষ থেকে সূর্যমুখীর চাষ শুরু করুন। ভালো জাত ই. সি. ৬৮৪১৪ ও ৬৮৪১৫, একরে বীজ লাগবে ৪-৫ কেজি। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট ও ১৬ কেজি পটাশ। ৬০ সে. মি. × ২০-৩০ সে. মি. দূরত্বে বীজ বুনুন।

শাক-সব্জী ঃ এ পক্ষেও মাঝারি জাতের ফুলকপির চারা লাগাতে পারেন। সারের পরিমাণ, চারার দূরত্ব ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। শ্রাবণে লাগানো জলদি জাতের ফুলকপির ক্ষেতে ১৫ দিন পরে একরে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। এখন জলদি জাতের বাঁধাকপি ও বেগুনের বীজ বুনুন। ভাল জাত, বীজের পরিমাণ ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

এ ডি আই সাসপেণ্ড

বহরমপুর, ৩ সেপটেম্বর—মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ ডি আই (কেয়ার) সরোজকুমার ঘোষকে ৩০ আগষ্ট সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ডি পি আই এর এক নির্দেশ থেকে এ খবর জানা গেছে। মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনার পর অভিযুক্ত করে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয় বলে খবর। কয়েকটি অভিযোগের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানা গেছে।

আনন্দধারার অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ১ সেপটেম্বর—আজ রঘুনাথগঞ্জে আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সঙ্গীত বিশারদ সাধনকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

গুলিতে নিহত

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ সেপটেম্বর—আজ বেলা ৩টার সময় ফরাক্কার শংকরপুরে সরকারী ফরেষ্ট পুলিশের গুলিতে এক-জন গোয়ালা মারা গিয়েছে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, নয়নসুখের একদল গোয়ালা জোর করে ফরেষ্টের মধ্যে গরু-মোষ ছেড়ে দেয়। ফরেষ্টের পাহারাদার ও ক্যাম্পের পুলিশ গোয়ালাদের গরু-মোষগুলি ফরেষ্ট থেকে বের করে নিতে বললে এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ফলে পুলিশের গুলিতে নয়নসুখের নারেন ঘোষনামে একজন গোয়ালা মারা যায়।

গ্রামে ছাত্র আন্দোলন

সাগরদীঘি, ২৭ আগষ্ট—পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বালিয়া হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ৮ ও ৯ আগষ্ট আন্দোলনে সামিল হন। প্রথম দিনের আন্দোলনে অফিসে তালা পড়ে। দ্বিতীয় দিনও বারটা পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়নি। দাবিগুলির মধ্যে ছিল খেলাধুলার মানোন্নয়ন, নলকূপ স্থাপন, সমবেত প্রার্থনায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের জাতীয় সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি।

কং (ই) দলে যোগদান

কাশিমনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কদম-তলা ও আমহা গ্রামসভা সদস্য সি পি এম এর স্বাধীনকুমার দাস ও আশুতোষ দাস সি পি এম এর স্বজন পোষণ নীতির প্রতিবাদে ওই দল ছেড়ে কং (ই) দলে যোগদান করেছেন বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ আগষ্ট—অস্থায়ী কর্মী-দের নিঃশর্তে স্থায়ীকরণ, জনস্বার্থে বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু ইত্যাদির দাবিতে জয়েণ্ট কাউন্সিল অব ষ্টেট হেলথ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এ্যণ্ড এ্যাসোসিয়েশনের জঙ্গিপুর শাখার পক্ষ থেকে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।

ডেণ্টাল হল
পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)
ডাঃ ডি, কে, প্রামাণিক
(ডেণ্টাল সার্জেন)
এখানে দাঁত তোলা ও বাঁধান হয়।

প্রতিবাদ দিবস

রঘুনাথগঞ্জ, ২ সেপটেম্বর—রাজ্য সর-কারের ভাষানীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের প্রতিবাদে এস ইউ সি পারটি আজকের দিনটিকে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করেন। শহর পরিক্রমার পর পারটির একটি মিছিল মহকুমা শাসকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বাসের ছাদ ফুটো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উঠে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়িয়েও শান্তি নেই, ফুটো ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে যাত্রীদের মাথায়। জলের সঙ্গে বাসের ছাদের কালি এবং যাবতীয় নোংরা পরনের কাপড়ের বারোটা বাজিয়ে দেয়। বেশী ভাড়া দিয়ে সরকারী পরিবহণের বাসে যাত্রীরা যাতায়াত করে থাকেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং সময় বাঁচানোর আশায়। একে তো বাস-গুলো সময়ে চলাচল করে না, তার উপর বৃষ্টি-বাদলায় যাত্রীদের যদি এভাবে নাজেহাল হতে হয়, তাহলে সেরকম বাস না চালানোই ভালো। এ অভিমত যাত্রীসাধারণের।

স্বাধীনতা দিবসের পতাকায় আন্দোলিত হোক জাতীয় সংহতির প্রতিশ্রুতি, গণতন্ত্রের শপথ

আজ থেকে ৩৩ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই আন্দো-লিত পতাকার সামনে রক্তে ও স্বেদে কঠোর, উত্তাল জনতা স্বপ্ন দেখেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের ; শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মানুষের শোষণমুক্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্রের।

সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন, সেই শাণিত শপথ বারে বারে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী চক্র ও তারই স্বার্থবহ দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত হেনেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও সাম্প্রদায়িকতার শাণিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাদেশিকতার হিংস্র আক্রমণে। আবার এই আঘাত ভয়ঙ্কর ও নৃশংস হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সাল সেই হীন চক্রান্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যভূমিতে এই চক্রের পদচারণা। পশ্চিমবঙ্গেও তার অশুভ ছায়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের জাগ্রত, গণতান্ত্রিক জনমতকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লালন করার জঘন্য ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘনায়মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মেহনতী মানুষের সরকার, জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলায় অতন্দ্র। গ্রাম-গঞ্জের ক্ষেত-খামারে, শহরের কলকারখানায় মেহনতী মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে অর্জিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে সমাজের দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকারকে প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর।

গত তিন বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার তার অতি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধ সত্যকেই রূপায়িত করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর স্বাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় এসেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি, কলকারখানার মেহনতী মানুষকে দিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অধিকার। দীনতম কুটিরেও প্রসারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ। বিচিত্র ও বহুবর্ণ ভাষা, সংস্কৃতির আলোকিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের পার্বত্য ভূমি থেকে সমুদ্র-মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে। এক নূতন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে।

দরিদ্র শ্রেণীর জন্য আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাঁদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের মর্য্যাদাময় প্রতিষ্ঠার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিই তো জাতীয় সংহতির বনিয়াদ ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তো গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিশ্রুতিই ১৫ই আগষ্টের উত্তোলিত পতাকায় আন্দোলিত হোক।

Memo No. 221(12) Inf. M/Advt, dated 8-8-80

ধুলিয়ান আবার বিপন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিমতিতা ও অরঙ্গাবাদ এলাকায় গিয়ে পৌঁচেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বারুই মহকুমার বন্যাপীড়িত এলাকায় আন্ত্রিক রোগের খবর অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ফ্লুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরিতে জন-ডিস রোগে একজন মারা গিয়েছেন। ওই রোগে ছ'জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসপাতালের সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোগীকে সরকারী বরাদ্দ অনুযায়ী টিফিনসহ দুই বেলা তিন টাকার ডায়েট দিতে হয়, বর্তমান বাজারদরে যা প্রায় অসম্ভব। তিনি বলেন, ৮০-৮১ সালের জন্য রাজ্য সরকার পেটরলের জন্য মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র দশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে তিনি নাগরিক কমিটিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদারক করার জন্য অনুরোধ করেন। হাসপাতালে ই এন টি ও পোলিও সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেও তিনি জানান। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, বরুণ রায়, হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও অনুত্তম পণ্ডিত।

সাব জজ কোরট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলকাতা রওনা হয়েছেন বিচারমন্ত্রী আব্দুল হালিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন।

ইতিমধ্যে জঙ্গিপুর সাব জজের আদালত থেকে প্রায় আশিটি মামলার সমন হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির শুনানী স্থগিত রাখা হয়েছে। পূজোর পর সেগুলির শুনানী শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জঙ্গিপুর সাব জজ কোরট অস্থায়ী অনুমোদন লাভ করেছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ওই সময়ের পর এই আদালত স্থায়ী অনুমোদন লাভ করতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এখানকার লোকের বেশী সুবিধা করতে হলে সাব জজকে সেসান পাওয়ার দেওয়া দরকার। তা না হলে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি এখানে হবে না। জনসাধারণকে আগের মতই বহরমপুর ছুটতে হবে, হয়রান হতে হবে। এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আদালত স্থাপন করা হয়েছে, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ ছাড়াও বহরমপুরের এক শ্রেণীর আইনজীবী জঙ্গিপুরের সাবজজকে এ্যাডিসনাল সাবরডিনেট জজ বলে অভিহিত করেছেন—তা ঠিক নয়। কারণ সুনির্মল প্রতিহারকে জঙ্গিপুরের সাবরডিনেট জজ বা সাব জজ এর পদেই নিয়োগ করা হয়েছে।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার (৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সেই দুটি গ্রাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে মাটির বাঁধ তৈরী করেছিলেন। সরকারী সাহায্যের আশায় বসে না থেকে যেমন যেমন জল বেড়েছে, ঠিক তত উঁচু করে বাঁধ দিয়ে কীর্তিনাশার ভাঙ্কর বন্যাকে তাঁরা রুখে দিয়েছিলেন। এবারও তাঁরা তাই করেছেন।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

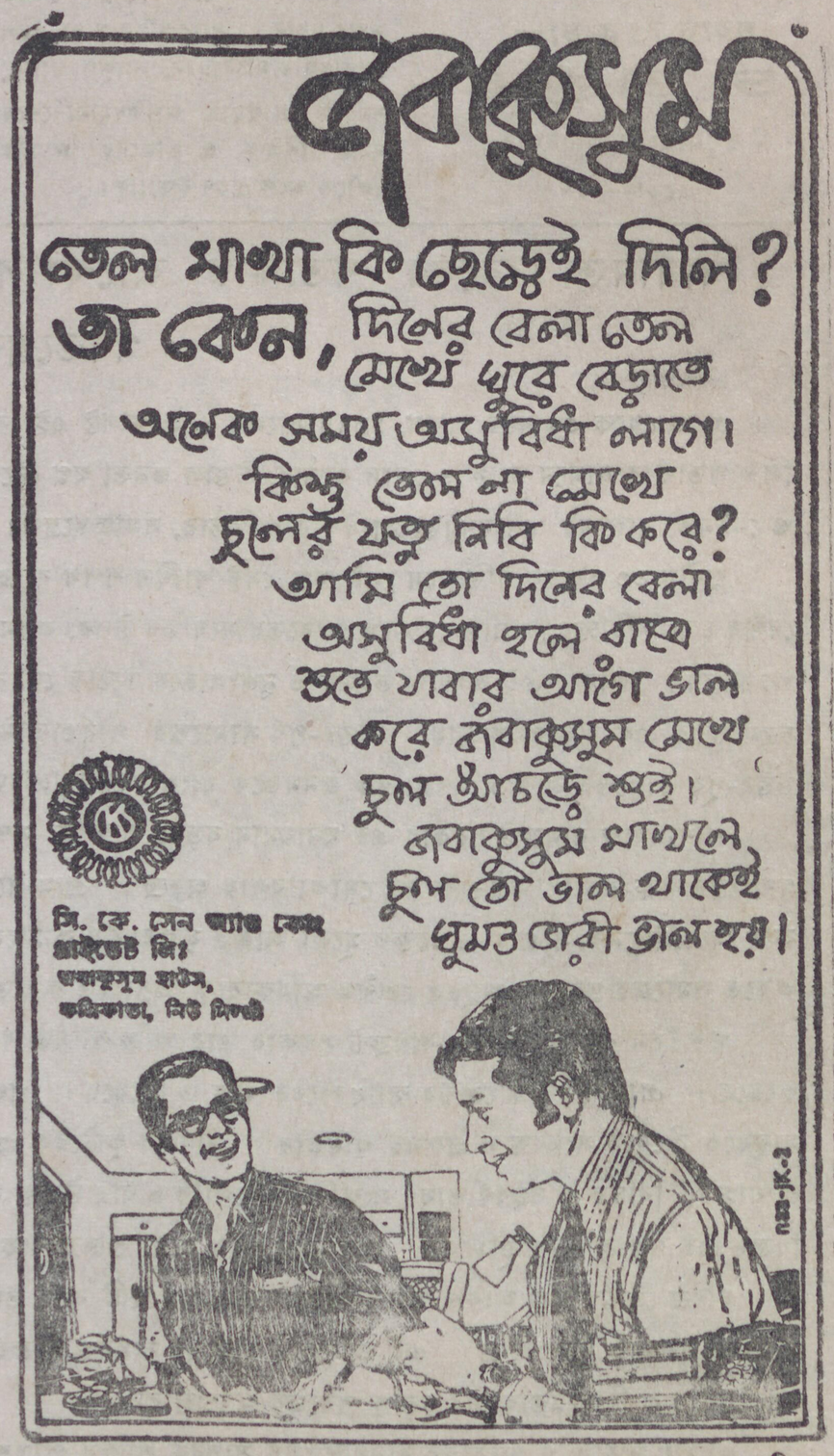

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।